ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং- ৫৬

তারিখঃ ১০ ডিসেম্বর ২০২০ / ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৭

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

ঋণ শ্রেণিকরণ প্রসঙ্গে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৭ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব বিবেচনায় বিআরপিডি সার্কুলার-১৭/২০২০ এর মাধ্যমে ঋণ শ্রেণিকরণের বিষয়ে এ মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল যে, ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ঋণের শ্রেণিমান যা ছিল, আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সময়ে উক্ত ঋণ তদাপেক্ষা বিরূপমানে শ্রেণিকরণ করা যাবে না। তবে, কোন ঋণের শ্রেণিমানের উন্নতি হলে তা যথাযথ নিয়মে শ্রেণিকরণ করা যাবে। এছাড়া উক্ত সার্কুলার এর মাধ্যমে ঋণ/বিনিয়োগের পরিশোধ/সমন্বয়, কিস্তি ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি অনুচ্ছেদ নং-০৪ এর মাধ্যমে নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হয়ঃ

''এ সাকুর্লারের মাধ্যমে কিস্তি পরিশোধ/সমন্বয়ের জন্য বর্ধিত সময়ের সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণ/বিনিয়োগের উপর আরোপিত সুদ আয়খাতে স্থানান্তরকরণ এবং ঋণের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণের বিষয়ে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হবে।''

০৩। এক্ষণে, ভবিষ্যতে ব্যাংকসমূহের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় রাখা এবং Shock Absorbing Capacity বৃদ্ধির লক্ষ্যে সূত্রোক্ত সার্কুলারের মাধ্যমে কিস্তি পরিশোধ/সমন্বয়ের জন্য বর্ধিত সময়ের সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণ/বিনিয়োগের উপর আরোপিত সুদ/মুনাফা আয়খাতে স্থানান্তরকরণ এবং ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণের বিষয়ে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণীয় হবেঃ

ক) যে সকল ঋণ/বিনিয়োগ বিআরপিডি সার্কুলার-১৭/২০২০ এর মাধ্যমে কিস্তি পরিশোধ/সমন্বয়ের জন্য বর্ধিত সময়ের সুবিধাপ্রাপ্তির কারণে অশ্রেণিকৃত অবস্থায় রয়েছে সে সকল ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে ১ জানুয়ারী ২০২০ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত আরোপিত সুদ/মুনাফা নগদ আদায় ব্যতিরেকে আয়খাতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ঋণ/বিনিয়োগের সম্ভাব্য আদায় ঝুঁকি পর্যালোচনাপূর্বক নিম্নবর্ণিত উপায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবেঃ

১) ১০.০০ (দশ) কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব স্থিতির ঋণ/বিনিয়োগের (ঋণগ্রহীতা ভিত্তিক) বিপরীতে আরোপিত সুদ/মুনাফা আয়খাতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পর্যালোচনা (যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক) অডিট কমিটির সুপারিশসহ পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

২) ৫.০০(পাঁচ) কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব কিন্তু ১০.০০ (দশ) কোটি টাকার নিম্ন স্থিতির ঋণ/বিনিয়োগের (ঋণগ্রহীতা ভিত্তিক) বিপরীতে আরোপিত সুদ/মুনাফা আয়খাতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে শাখা প্রধানের সুপারিশসহ ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

৩) ৫.০০ (পাঁচ) কোটি টাকার নিম্ন স্থিতির ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে আরোপিত সুদ/মুনাফা আয়খাতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে শাখা প্রধানের সুপারিশসহ তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে কোন ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে আরোপিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তর করা না হলে তা ইন্টারেস্ট সাসপেন্স হিসাবে স্থানান্তর করতে হবে।

খ) ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে স্পেসিফিক প্রভিশন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ঋণ/বিনিয়োগের শ্রেণিকরণ ও প্রভিশনিং এর বিধান অনুযায়ী আবশ্যিক প্রভিশন হিসাবায়নপূর্বক যথারীতি প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে।

গ) ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে জেনারেল প্রভিশন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ঋণ/বিনিয়োগের শ্রেণিকরণ ও প্রভিশনিং এর বিধান অনুযায়ী আবশ্যিক প্রভিশন হিসাবায়নপূর্বক যথারীতি প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে। এছাড়াও ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ ভিত্তিক হিসাব চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে SMA ঋণ/বিনিয়োগসহ সকল অশ্রেণিকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে অতিরিক্ত ১% জেনারেল প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে এবং উক্ত প্রভিশনকে ''Special General Provision-COVID-19'' নামে ব্যাংকের ব্যালেন্সশীটে অন্যান্য দায়ের আওতায় আলাদাভাবে প্রদর্শন করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত Special General Provision-COVID-19 খাতের প্রভিশন অন্য কোন খাতে স্থানান্তর করা যাবে না।

পরবর্তী পাতা/২

ঘ) ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণ সংক্রান্ত হিসাবায়ন এবং আয়খাতে স্থানান্তরের সামগ্রিক পর্যালোচনাসহ অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দল স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি যাচাই-বাছাই করতে পারে।

০৪। বিআরপিডি সার্কুলার-১৭/২০২০-এ বর্ণিত অন্যান্য নির্দেশনাসমূহ অপরিবর্তিত থাকবে।

০৫। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০২৫২